গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর
www.dgc.edu.bd

বিজ্ঞপ্তি নং-দিসক/দিনাজ/প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স/১৭-১৮/২০১৯/১০৯

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২৬ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে প্রাথমিক আবেদন সম্পর্কিত জরুরি বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং-১৬(৬৯৩)জাতী:বি:/রেজি:/একা:/প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স/২০১৭-২০১৮/৪৪৬৩ তারিখ: ২৪/০৬/২০১৯ অনুযায়ী দিনাজপুর সরকারি কলেজে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে এমএ/এমএসএস/এমএসসি/এমবিএ প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স কোর্সে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে ভর্তির জন্য আবেদন ফরম গ্রহণ করা হবে।

(ক) বাংলা (খ) ইংরেজি (গ) অর্থনীতি (ঘ) দর্শন (ঙ) সমাজবিজ্ঞান (চ) ইতিহাস (ছ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (জ) হিসাববিজ্ঞান
(ঝ) ব্যবস্থাপনা (ঞ) পদার্থবিজ্ঞান (ট) রসায়ন (ঠ) গণিত (ড) উদ্ভিদবিদ্যা (ঢ) প্রাণিবিদ্যা

অনলাইনে আবেদন: ২৬/০৬/২০১৯ হতে ০৬/০৭/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত
কলেজে আবেদন ফরম জমাদান: ২৭/০৬/২০১৯ হতে ০৬/০৭/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

১। আবেদনের সাধারণ যোগ্যতা:

(ক) এ ভর্তি কার্যক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী স্নাতক (পাস) নিয়মিত পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর এবং গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। এছাড়া প্রার্থীর প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তিচ্ছু বিষয়টি স্নাতক (পাস) পর্যায়ে ৪০০ নম্বরের পঠিত বিষয় হিসাবে থাকতে হবে এবং তাতে ন্যূনতম ৪০% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে জিপিএ ২.০ পেতে হবে।

(খ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পযন্ত চার বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় পাস ডিগ্রী প্রাপ্তশিক্ষার্থীরা প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগামে আবেদন করতে পারবে না। তবে এ সকল শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা জিপিএ ২.২৫ পেলে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ পাবে।

(গ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ১ম পর্ব (নিয়মিত/প্রাইভেট) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা অন্য যে কোন প্রোগ্রামে বর্তমানে অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থী ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবে না। **এ লক্ষ্যে "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্য কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে আমি ভর্তি/অধ্যয়নরত নই। দ্বৈত ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী উভয় ভর্তি বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো"- মর্মে আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত একটি অঙ্গীকারনামা অনলাইন আবেদনে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।** উক্ত শর্ত ভঙ্গ করে কোন শিক্ষার্থী দ্বৈত ভর্তি হলে তার উভয় ভর্তি বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

(ঘ) প্রাথমিক আবেদন ফরমে প্রার্থীর কোন তথ্য/ছবি অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে তার আবেদন ফরম/ভর্তি বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

(ঙ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (পাস) প্রাইভেট/সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে আবেদন করতে পারবে না। তবে তারা প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) প্রোগ্রামে ভর্তি যোগ্যতার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদনের সুযোগ পাবে।

(চ) ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.nu.ac.bd/admissions) এ প্রদর্শিত ভর্তি নির্দেশিকা থেকে জানা যাবে।

২। আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ সম্পর্কিত করণীয়:

(ক) আবেদনকারীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট (www.nu.ac.bd/admissions) ওয়েবসাইটের Masters Tab-এ গিয়ে Apply Now (Masters Preli.) অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং website-এ প্রদর্শিত তথ্য ছকে স্নাতক (পাস) পরীক্ষার রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসের সন সঠিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে। এছাড়া "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্য কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে আমি ভর্তি/অধ্যয়নরত নই। দ্বৈত ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী উভয় ভর্তি বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো"- মর্মে আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত একটি অঙ্গীকারনামা অনলাইন আবেদনে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

(খ) এ পর্যায়ে আবেদনকারীর অনলাইনে সংরক্ষিত ডাটাবেজের তথ্য অনুযায়ী Male/Female প্রদর্শিত হবে। আবেদনকারীর তথ্য ছকে Male এর স্থলে Female বা Female এর স্থলে Male প্রদর্শিত হলে Click to Change অপশনে গিয়ে সঠিক তথ্যটি দিতে হবে।

চলমান পাতা-০২

(গ) আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ ও জেলা নির্ধারণ করে যে সকল কলেজের নাম Select করলে সংশ্লিষ্ট কলেজে প্রার্থীর ভর্তি যোগ্য (Eligible) বিষয়ের তালিকা ও আসন সংখ্যা দেখতে পাবে এবং উক্ত তালিকা থেকে সতর্কতার সংগে তার প্রার্থিত বিষয়ের পছন্দক্রম নির্ধারণ করবে। এই পছন্দক্রম অনুসারে মেধার ভিত্তিতে বিষয় বরাদ্দ দেয়া হবে।

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/আদিবাসি/প্রতিবন্ধী/পোষ্য কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে তথ্য ছকের নির্দিষ্ট স্থানে তার জন্য প্রযোজ্য কোটা Select করতে হবে। **কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদপত্র থাকতে হবে।** একজন প্রার্থী এক বা একাধিক কোটায় যোগ্য হলে কোটার পছন্দক্রম নির্ধারণ করে দিতে হবে।

(ঙ) প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট আকারে সম্প্রতি তোলা রঙ্গিন ছবি Scan করে আপলোড করতে হবে। ছবির মাপ ১২০×১৫০ pixels, Image Type: jpg এবং maximum file size:50Kb হতে হবে। **প্রার্থীর ছবি ব্যতীত অন্য কোন ছবি প্রাথমিক আবেদন ফরমে আপলোড করা হলে ঐ প্রার্থীর ভর্তি বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবে।**

(চ) সঠিক তথ্য ও ছবিসহ ছক পূরণ করে Submit Application অপশনে ক্লিক করতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারীর রোল নম্বর ও পিন কোড প্রদর্শিত হবে এবং আবেদনকারীকে ফরমটি ডাউনলোড করে [A4 (8.5"×11") অফসেট সাদা কাগজে] প্রিন্ট (Print) নিতে হবে।

(ছ) পূরণকৃত আবেদন ফরমের ত্রুটি সংশোধন: আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট কলেজে জমাদানের পূর্বে প্রার্থী তার প্রাথমিক আবেদন ফরমটি যাচাই করবে। আবেদন ফরমে তথ্যগত অমিল বা ত্রুটিপূর্ণ ছবি থাকলে তা সংশোধন করতে হবে। আবেদন ফরম সংশোধনের জন্য প্রার্থীকে Applicant's Login (Master Preli.) অপশনে গিয়ে আবেদন ফরমের রোল নম্বর ও পিন এন্ট্রি দিতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারীকে Form Cancel/Photo Change Option এ গিয়ে Click to Generate the Security key অপশনটি ক্লিক করলে প্রার্থী তার আবেদন ফরমে উল্লিখিত ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে SMS এর মাধ্যমে One Time Password (OTP) পাবে। এই OTP এন্ট্রি দিয়ে প্রার্থী তার আবেদন ফরমটি বাতিলপূর্বক নতুন করে আবেদন ফরম পূরণ ও ছবি আপলোড করতে পারবে। **এ লক্ষ্যে আবেদনকারীকে তার ব্যক্তিগত সঠিক মোবাইল নম্বর সর্তকতার সংগে আবেদন ফরমে সংযোজন করতে হবে।** তবে কলেজ কর্তৃক প্রাথমিক আবেদন ফরম নিশ্চয়ন করার পর তা আর বাতিল করা যাবে না। প্রার্থী ছবি পরিবর্তনের সুযোগ মাত্র একবারই পাবে।

(জ) কলেজ যে সকল প্রাথমিক আবেদন ফরম অনলাইনে নিশ্চয়ন করবে সে সকল প্রার্থী তাদের মোবাইল নম্বরে SMS এর মাধ্যমে তা জানতে পারবে। **প্রাথমিক আবেদন নিশ্চয়ন ব্যতীত কোন প্রার্থীই ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কলেজে আবেদন পত্র জমা দেয়ার পরে প্রার্থী তার মোবাইল ফোনে SMS না পেলে বুঝতে হবে যে তার আবেদন ফরম কলেজ কর্তৃক নিশ্চয়ন করা হয়নি। এক্ষেত্রে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট কলেজে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।**

৩। রশিদ প্রাপ্তি ও আবেদনপত্র জমাদানের স্থান:

(ক) কলেজ ক্যাশ শাখা থেকে মূল রসিদ গ্রহণপূর্বক সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, কলেজ ক্যাম্পাস বুথ-এ প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ৩০০/- এবং প্রসপেক্টাস বাবদ ৫০/- সহ মোট =৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা জমা দিতে হবে।

(খ) প্রার্থী যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সে বিভাগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন ফরম ও টাকা প্রদানের রসিদ জমা দিবে।

(গ) ফরম জমার সময় সকাল ৯:০০ টা থেকে ১:৩০ টা পর্যন্ত।

(ঘ) **আবেদনকারী প্রাথমিক আবেদন ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র স্ব স্ব বিভাগে জমাদানের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে মর্মে নিশ্চিত না হয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে পারবে না।**

৪। প্রাথমিক আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

(ক) আবেদনকারীকে প্রিন্ট করা প্রাথমিক আবেদন ফরমটির নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করতে হবে। এই আবেদন ফরমের সংগে প্রার্থীকে স্নাতক (পাস)/ স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষার সত্যায়িত নম্বরপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত কপি ও প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকাসহ সংশ্লিষ্ট কলেজে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। প্রাথমিক আবেদন ফরমটির দ্বিতীয় অংশ সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সীলসহ প্রার্থীকে ফেরত দিবে।

(খ) আবেদনপত্রের সাথে ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা জমাদানের মূল রসিদ সংযুক্ত করতে হবে। রসিদে আবেদনকারীর নাম এবং সঠিক মোবাইল নম্বর যথাস্থানে অবশ্যই লিখতে হবে। অন্যথায় গরমিল হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

(গ) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/আদিবাসি/প্রতিবন্ধি/পোষ্য কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

৫। রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম পূরণ সম্পর্কিত করণীয়:

যে সকল প্রার্থী মেধা তালিকায় স্থান পাবে না, ভর্তি বাতিল করবে অথবা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েও বরাদ্দকৃত বিষয়ে ভর্তি হবে না, সে সকল প্রার্থী ০৩ (তিন) টি কলেজে আলাদাভাবে বিষয় পছন্দ নির্ধারণ করে রিলিজ স্লিপের জন্য আবেদন করতে পারবে।
বিস্তারিত তথ্য (www.nu.ac.bd/admissions), www.dgc.edu.bd এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও ভর্তি কমিটির কাছ থেকে জানা যাবে।
বি: দ্র: আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন ফরম স্ব স্ব বিভাগ কর্তৃক নিশ্চয়ন প্রক্রিয়া আগামী ২৭/০৬/২০১৯ হতে ০৭/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। নিশ্চয়ন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় OTP বিভাগসমূহ কমিটির নিকট থেকে সংগ্রহ করবেন।

প্রতি স্বাক্ষর

স্বাক্ষরিত/-
(প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন)
অধ্যক্ষ
দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর

স্বাক্ষরিত/-
(মো: মাজেদুর রহমান সরকার)
আহ্বায়ক
প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি ও পরীক্ষা কমিটি ২০১৭-২০১৮
দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর